অস্তিত্ব

মমতা চৌধুরী

এই সোনার মেয়ে!
আজ এই অপরাহ্নের আলোকে
জীবন কাব্যের প্রচ্ছদ পটে;
স্মিত হাসিতে দাড়িয়ে প্রতিবিম্বে; ক'গুচ্ছ রূপালী অলকে,
প্রশ্ন করছো কি আবারো নিজেকে -
'আমি কে?'

হায় মেয়ে!
ভাবছো বুঝি নাম ছাড়া পরিচয় কি আছে আজ তোমার!
হারিয়েছিলে বুঝি নিজেকে অজান্তে নেপথ্যে, অবগুন্ঠন তলে।
তবুও ত সুখেই ছিলে 'পুতুল নাচের পুতুল' হয়ে -
বধূমাতা কন্যা সম পরিচয়ে -
জন্ম থেকে এই পড়ন্ত প্রহরে॥

স্নিগ্ধ ফুলেল মেয়ে!
জন্মেই পরিচয় বাবার আবাস,
'জুতা সেলাই থেকে চন্ডিপাঠ'
চোখ ছলছল ভাইয়ের ব্যথায়, বাবার ছায়া,
বোনের আবদার , মায়ের শিয়রে জেগেছো রাত,
জাননি বুঝি উঠেছিল কখন দ্বাদশীর নির্মল চাঁদ॥

ওগো লাবণ্যময়ী,
সময়ের স্রোতে তুমি তন্বী তরুনী,
ভীরু মনের শত ভাবনা ভয় -
যদি জেনে যাও নিজেকে কখনও
তাই দ্বিধা থর থর দৃষ্টি নত
'লক্ষ্মী মেয়ে'র উপাচারে রচো অন্যের তরে নিজেকে নিয়ত॥

ওগো সখী প্রিয়াঙ্কা,
বসন্ত সমিরনে কার মূর্তি আবছায়া, সাধিল তোমায় সকাল সাঁঝে
উদাসী তার বাঁশির রাগে; হৃদয়ের সুরভিত পুষ্পহারে

পূজিলে তাহারে শত নামে, শত ধ্যানে।
ছিন্ন করে সে রাখীর বাঁধন - ফিরে গেল সেই হৃদয়হীন,
অব্যক্ত ব্যথায় হলে তুমি লীন॥

কল্যানীয়া বধূমাতা,
ফেলে এলে পরিচিত ভুবন, নিবেদিলে তব তনুপ্রাণ মন ,
জ্বালালে প্রদীপ নব গৃহ দেউলে, কখনও জায়া, কখনও জননী।
দূরন্ত কোমল হাত জোড়া তাদের
অহর্নিশি জড়াল তোমায় মায়ার বাঁধনে -
ভেসে গেল সব পরিচয় তোমার 'মা' নামের সুমধুর ডাকে।

দেবী মৃন্ময়ী,
অতনু তনুর কোমল আধারে,
তোমায় গড়েছে বিধাতা প্রকৃতির সমান্তরালে অনিন্দ্য এক 'শিল্প'রূপে,
মৃত্তিকার সহিষ্ণুতা ধরেছো বুকেতে শত যাতনার আঘাত সয়ে,
(দূর্বল চিত্ত) পারেনি ভেঙ্গে দিতে দৃঢ়তা তোমার অপবাদের কলংক আঁধারে,
অন্তঃর্নিহিত শক্তি প্রকাশিত তব সাগর আঁখির জ্যোর্তিময় আলোকে॥

ওগো সুচরিতা,
যে সংসারে বিলালে এত ঐশ্বর্য্য তোমার,
পেরেছে কি সে দিতে এক কণা মূল্য তব মহিমার!
কেন তবে চায় সে মুছে দিতে তোমাতে সুপ্ত পরিচয়ের অহংকার!
চলে গেল সবে সময়ের রথে, নীড় ছেড়ে তোমার নাড়ির বাঁধন -
শুধু তুমিই প্রতি প্রহর গুন প্রতিক্ষায় তাদের দাড়ায়ে বাতায়ন॥

ওগো সুস্মিতা মেয়ে,
অবরোহি এই সময়ের স্রোতে - ঝিনুক কুড়োবে? স্মৃতির নূড়ি? কবিতার খাতা?
ছবি আঁকতে ভাল লাগত? আল্পনা তুলিতে? গানের রেওয়াজ-
কত দূরে ফেলে এসেছো; কেন পাওনা খুজে তাদের আজ!
চলনা বকুল কুড়াতে কিশোরী বেলার অমল প্রভাতে,
জীবনের স্বরলিপি ভরে উঠুক আবার তোমার অনুভবের অভিজ্ঞানে॥

ওগো রূপালী কন্যা,
সময় তোমায় দিয়েছে আত্মোপলব্ধির প্রগাঢ় বন্যা,
জেনো তুমি সব সময়, সব বয়স ই তার নিজ ঐশ্বর্য্যে ঝলমল -

এখনও তুমি গাইতে পার আশ্চর্য সুন্দরতম কণ্ঠে
বুঝে নিতে পার বিজ্ঞান, সাহিত্য কিংবা জ্যোর্তিরবিদ্যার নিগূঢ় রহস্য,
অথবা আঁকতে পার বিমূর্ততার তুলিতে এক বৃষ্টি ঝড়া রাতের কাব্য॥

ওগো চিরন্তন নারী,
তবু তুমি শুধু নারী নও, নও শুধু বধূ মাতা কন্যা -
শত রূপের আড়ালে বিকশিত 'তুমি' - কখনও কোমল
কখনও কঠোর এক মানবীর অবয়বে; অন্যায়ের প্রতিরোধে।
তোমার অবিনাশী সৌন্দর্য্য বিচ্ছুরিত হোক
আজ নব প্রভাতের রাঙ্গা দীপ্ত সূর্যালোকে॥

বিশ্বনারী দিবসে বিশ্বময় নারীদের তরে নিবেদিত আমার এ লেখা। সকল নারীর কণ্ঠ এক হয়ে প্রতিবাদী হোক অন্যায়ের বিরুদ্ধে - মানবতার কল্যান আর বিশ্বময় শান্তির বারতা বয়ে॥

আমার লেখার এই প্রেক্ষাপটে একজন নারীর মুখচছবি বার বার ভেসে উঠেছে - তিনি ইয়াসমিন ইসলাম। আমার অভিবাদন উনাকে।

আর একজন নারী যিনি আমার 'বন্ধুর' সময়ে আমাকে আস্বত্বকরেছিলেন 'অস্তিত্বের ঐশ্বর্য্যের' বার্তায়, প্রিয় বন্ধু তাহ্‌মিনা, আমার একান্ত অভিবাদন আপনাকেও এই দিনে।

সিড্‌নী, ৮শে মার্চ, ২০০৬।